ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাখা সহ জাতীয় হজকমিটি গুলির কাজের তদারকির জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাখা সহ জাতীয় হজকমিটিগুলিব(এইচসিওআই) কাজের তদারকির জন্য ভারত সরকার উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এক কমিটি(এইচপিসি) গঠন করলেন। এক জনস্বার্থের মামলার ভিত্তিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ের সংগে সামঞ্জস্য রেখে হজকমিটিগুলির সুপারিশ অথবা অভিযোগগুলির প্রতিকার করার লক্ষ্যেই এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি ব্যবস্থা নেওয়া খতিয়ে দেখবে।

২.চার সদস্যের এইচপিসির পৌরোহিত্য করবেন ওড়িশা হাইকোর্ট-ভুবনেস্বরের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি বিলাল নাজাকি। অন্য সদস্যরা হলেন সৌদী আরবে নিযুকত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত ইশরাত আজিজ,রামপুর ভবনের বেগম নূর বানু, মুম্বাইয়ের মার্কেন্টাইল সমবায় ব্যাংকের অধিকর্তা স্রী মেহমুদ উর রহমান। পররাষ্ট্রমন্ত্রক এই কমিটির কাজে সহযোগিতা করবেন।

৩.এইচপিসির কাজের শর্ত্তাবলী হবে-১) ভারতের হজ কমিটির(এইচসিওআই) এবং এর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত শাখাগুলির কাজের পর্যালোচনা করা,২) কমিটির কাজের উন্নতির লক্ষ্যে দেওয়া সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখা । এইপিসি এই সব পর্যালোচনার পরে আগামী দশমাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবেন।

৪. ৯ অকটোবর ২০১৩ উচ্চপর্যায়ের কমিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সলমন খুরশিদের সংগে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের অবহিত করেন যে,ভা্রত সরকার তাদের কাজের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরূত্ব দিয়ে দেখছেন। সলমন খুরশিদের জ্ঞ্যাপনের পরেই উচ্চপর্যায়ের কমিটি তাদের কর্তব্য দ্রুত সম্পাদনের রোডম্যাপ এবং একটি অ্যাকশান পরিকল্পনা তৈরি করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসার ও হজ কমিটির চেয়ারম্যানের সংগে বৈঠকে বসেন।

৫. এইচসিওআই এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাখাগুলির কাজের উন্নতির জন্য সাধারণ নাগরিকরা যেসব পরামর্শ দিয়েছেন,উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি তাকে স্বাগত জানান।

এই পরামর্শ হজতীর্থ যাত্রার পদ্ধতি উন্নত ও যোগ্য করার লক্ষ্যেই দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ নিম্নলিখিত ই-মেইলে পাঠানো যাবে: dirgulf@mea.gov.in or dirhaj@mea.gov.in

নয়াদিল্লি

১০ অকটোবর ২০১৩